দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2 8 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

# 'বাইরে ফিটফাট ভেতরে সর্বনাশ'

মোশতাক আহমেদ ॥ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর তথা শিক্ষা ভবনের দুর্নীতির অভিযোগ যেন কোনভাবেই শেষ হচ্ছে না। 'বাইরে ফিটফাট ভেতরে সর্বনাশ' প্রবাদের মতোই চলছে শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি। ভবনের বাইরের চেহারা পরিপাটি থাকলেও ভেতরের কাজকর্ম হচ্ছে আগের নিয়মে, ফুয়েলের বিনিময়ে। বরং পুরনো সিন্ডিকেটটি অধিক তৎপর হয়ে নানা অজুহাতে কাজের রেট বাড়িয়ে ফুয়েলের মাত্রা দিয়েছে বাড়িয়ে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলেছে, গোয়েন্দা সংস্থা

## দুর্নীতি চলছেই শিক্ষা ভবনে ॥ সিবিএ নেতার দাপটে কর্মকর্তারাও তটস্থ

এনএসআইয়ের রিপোর্টে অভিযুক্ত অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিচার না হওয়ার কারণেই ভেতরে ভেতরে দুর্নীতি বাড়ছে। এক সিবিএ নেতার দাপটে এখানকার বড় কর্তারাও

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

## বাইরে ফিটফাট

(প্রথম পাতার পর)

পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ থাকেন। গোয়েন্দা রিপোর্টে সালেহ উদ্দিন সেলিম নামে এই দুর্নীতিবাজ সিবিএ নেতাকে বাধ্যতামূলক অবসরে দেয়ার সুপারিশ করা হলেও তিনি এখনও রয়েছেন বহাল তবিয়তে আরও দাপট নিয়ে। শিক্ষা ভবনের সংশ্লিষ্ট অনেকেই দুর্নীতির অভিযোগ করে বলেছেন, বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারই পারে শিক্ষা ভবনকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে।

নানা অভিযোগ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) নয়া মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন জনকণ্ঠকে বলেছেন, নতুন এসেছি, আস্তে আস্তে সব খোঁজখবর নিচ্ছি। এরপর ব্যবস্থা নেব। তিনি বলেন, চাকরির শেষ বয়সে সকলের সহযোগিতায় কিছু করতে চাই।'

'ফুয়েল ছাড়া ফাইল নড়ে না' শিক্ষা ভবনের এই বদনাম নতুন কোন ঘটনা নয়। অনেক আগে থেকেই শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি অনেকটা ওপেন সিক্রেট। এসব বন্ধে নানা উদ্যোগ নিলেও বারে বারেই ভেস্তে যায় সকল উদ্যোগ। কিছুদিন আগেও ঘুষ, দুর্নীতি ও হয়রানি বন্ধে কর্তৃপক্ষ ১০৪ কাজের সময় নির্ধারণ করে। চালু করা হয় একটি ওয়েবসাইট। এতে করে শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি সাময়িকভাবে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও পুরনো সিন্ডিকেটটি এখন আবারও অধিক তৎপর হয়ে দুর্নীতি শুরু করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক দল সরকারে না থাকায় মন্ত্রী-এমপিদের ফোনের বিড়ম্বনা নেই। এতে করে তারা এখন আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। শিক্ষা ভবনের সংশ্লিষ্ট অনেকেই বলেছেন, বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারই পারে শিক্ষা ভবনকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে।

জানা গেছে, ২০০৫ সালে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইয়ের এক রিপোর্টে শিক্ষা ভবনের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে বলা হয় এখানে সিন্ডিকেটের নির্ধারিত রেটে কাজকর্ম চলে। তারা প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা রেট নির্ধারণ করে কাজ করে থাকে বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এই রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকায় বদলির জন্য রেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা, শহরভিত্তিক বদলির জন্য ৫০ হাজার টাকা। এমপিওভুক্তির জন্য দশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা। কম্পিউটার ও গৃহায়ন ঋণের জন্য বারো হাজার টাকা। এক বছরের শিক্ষা ছুটির জন্য বারো হাজার টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ঋণ গ্রহণের জন্য ৫% টাকা।

রিপোর্টে বলা হয়, দেশের বেশিরভাগ স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের ঘটনা ঘটে হরহামেশা (অবশ্য বর্তমান রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত কর্তাব্যক্তিদের বেশিরভাগই ম্যানেজিং কমিটিতে নেই)। রিপোর্ট অনুযায়ী নতুন বিভাগ ও পাঠ্যসূচীর অনুমোদন ছাড়াই নানা কৌশলে এসব নিয়োগ বৈধ করার চেষ্টা চালান। আর ডোনেশনের মাধ্যমে নিয়োগকৃত বেশির ভাগ নিয়োগ বৈধ করতে তদবির হয় শিক্ষা ভবনে। অবৈধ নিয়োগ বৈধ করার উপায় একটাই– শিক্ষা ভবনের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টাকা দিতে হবে।

উক্ত গোয়েন্দা রিপোর্টে দুর্নীতির দায়ে শিক্ষা ভবনের ১৪ কর্মকতা-কর্মচারীর তালিকা তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে সুপারিশ করলেও সুপারিশ আজও বাস্তবায়ন হয়নি। এর মাঝে কয়েকজন অবসরে চলে গেছেন। আগেকার সচিবকে দিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের উদ্যোগও ভেস্তে যায়। বরং এই দুর্নীতিবাজ চক্রটিই এখন নতুন উদ্যমে দুর্নীতি শুরু করেছে। রিপোর্টে শিক্ষা ভবনের প্রভাবশালী কর্মচারী নেতা সালেহউদ্দিন সেলিমকে ভয়ঙ্কর দুর্নীতিবাজ হিসেবে উল্লেখ করে তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সুপারিশ করা হলেও তিনি এখনও রয়েছেন বহাল তবিয়তে। অনেকে অভিযোগ করে বলেছেন, এই সিবিএ নেতা এবং তাঁর নেতৃত্বে গড়া সিন্ডিকেটটি এখনও নানাভাবে দুর্নীতি করে যাচ্ছে। তাঁর ভয়ে অনেক কর্মকর্তা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর লোকজন শিক্ষা ভবনেই রাতযাপন করে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন নিজেও এই অভিযোগ শুনে কয়েকদিন আগে রাতে শিক্ষা ভবন পরিদর্শন করেন।

সম্প্রতি শিক্ষা ভবনে সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চিহ্নিত সেই পুরনো সিন্ডিকেটের হাত ছাড়া শিক্ষা ভবনের কাজ খুব কমই হচ্ছে। সারাদেশ থেকে আগত শিক্ষক-কর্মচারীরা অভিযোগ করে বলেছেন, আগে কম টাকা লাগলেও এখন নানা অজুহাতে অসাধু চক্রটি আরও বেশি টাকায় কাজ করছে। কয়েকদিন আগে শিক্ষা ভবন গেটে পটুয়াখালী জেলার এক মাদ্রাসা শিক্ষকের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, এমপিওভুক্তির জন্য এসেছেন। বিষণ্ন মুখ দেখেই বোঝা গেল কি সমস্যা। ছিদ্দিকুর রহমানের মতো অধিকাংশ শিক্ষককেই হয়রানির শিকার হতে হয়।